২.২.১ কর্নওয়ালিস কোড

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের শাসন দায়িত্ব দখল করার পর প্রশাসন যন্ত্রকে সক্রিয় করে তুলতে উদ্যোগী হয়েছিল। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তারা সাধারণ প্রশাসন ও বিচার বিভাগকে একদিকে কোম্পানির স্বার্থের সম্পূরক এবং অন্যদিকে সাধারণ ভারতবাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা চালায়। রবার্ট ক্লাইভ সরাসরি ইংরেজ কর্মচারীদের প্রশাসনিক দায়বদ্ধতার সাথে যুক্ত করার বিরোধী ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন দেশীয় শাসন পদ্ধতি বজায় রেখে দেশীয় কর্মচারীদের মাধ্যমে শাসন দায়িত্ব পরিচালনা করতে। কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস কেবল ভারতীয়দের কর্মদক্ষতার ওপর নির্ভর করতে রাজি ছিলেন না। তাঁর লক্ষ্য ছিল দেশীয় শাসন রীতিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার এনে দেশীয় ও ইউরোপীয় প্রশাসকদের মিলিত শাসন প্রবর্তন করা। আবার লর্ড কর্নওয়ালিস এই দুটি পরিকল্পনাকেই বাতিল করে দেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ভারতীয়রা শিক্ষিত হলেও সুশাসক বা সুসংগঠক হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। দেশীয় শাসনরীতি সম্পর্কেও তিনি হীন ধারণা পোষণ করতেন। তাই কর্নওয়ালিস সম্পূর্ণ ইউরোপীয় রীতিতে এবং কেবল ইউরোপীয় কর্মচারীদের দ্বারা শাসন পরিচালনার পক্ষপাতী ছিলেন। এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি গভীর চিন্তাভাবনা করেন এবং ভারতে শাসন পরিচালনা বিষয়ক একটি নির্দেশিকা প্রস্তুত করেন, যা 'কর্নওয়ালিসের আইনবিধি' বা 'Code Cornwallis' নামে পরিচিত।

কর্নওয়ালিস বিশ্বাস করতেন যে, নির্দিষ্ট 'পদ্ধতি' বা System ছাড়া আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বা সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব হয় না। তাই বাংলার শাসনব্যবস্থাকে তিনি একটি নির্দিষ্ট 'পদ্ধতি'-র অন্তর্ভুক্ত করতে প্রয়াসী হন। কর্নওয়ালিস প্রস্তাবিত System-এর মূল লক্ষ্য ছিল দুটি। একটি হল, ভূমিতে ব্যক্তি মালিকানার সৃষ্টি এবং দ্বিতীয়টি হল স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা গড়ে তোলা। কর্নওয়ালিস বিশ্বাস করতেন যে, উৎপাদনকারী তার শ্রমগত ফসল ভোগদখল সম্পর্কে নিশ্চিত হলেই উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আন্তরিকভাবে প্রয়াসী হতে পারে। এই নিশ্চয়তার জন্য চাই ভূমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার। ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে কৃষিক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি করা ছিল তাঁর লক্ষ্য। কর্নওয়ালিসের প্রচারিত 'পদ্ধতি' (System)-র প্রথম লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয়েছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের মাধ্যমে।

কর্নওয়ালিস 'পদ্ধতি'র দ্বিতীয় দিকটি প্রকাশ পায় কর্নওয়ালিস কোড (Cornwallis Code)-এর মাধ্যমে। এই আইনবিধির (Code) লক্ষ্য ছিল একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ

বিচারবব্যস্থা গড়ে তোলা। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে লিখিত প্রতিবেদনে তিনি ঘোষণা করেন যে, বিচারব্যবস্থা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ না হলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও নাগরিক অধিকার বিঘ্নিত হবার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। তিনি পরিসংখ্যান দিয়ে দেখান যে, বিচারব্যবস্থার রাজনীতিকরণের জন্যই উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সরকার প্রাপ্য রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয়। বিচারব্যবস্থা যদি রাজনীতির প্রভাবমুক্ত হয় এবং বিচারক যদি নির্ভয়ে তাঁর বিচারকার্য সম্পাদন করতে পারেন, তবেই প্রত্যেকে ন্যায়বিচার ভোগ করতে পারবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কর্নওয়ালিস কেবল ন্যায়বিচারের স্বার্থেই বিচারব্যবস্থা সংস্কার চাননি। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল ইংরাজের ঔপনিবেশিক স্বার্থ সংরক্ষণ করা। তিনি ভূমিতে ব্যক্তি মালিকানা এবং ন্যায়বিচার প্রণয়ন করে এদেশে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজকে উৎসাহিত করতে চেয়েছিলেন মাত্র। সিরাজুল ইসলাম লিখেছেন, "কর্নওয়ালিসের বিচারব্যবস্থার উদ্দেশ্য মানবিক উন্নতি নয়, আর্থিক উন্নতি। বিচারব্যবস্থা সুষ্ঠু না হলে আর্থিক উন্নতি হয় না, আর আর্থিক উন্নতি না হলে ঔপনিবেশিক মুনাফা কম হয়। অতএব মুনাফার জন্যই বিচার শাসনকে সুষ্ঠু করতে চান, মানবিক বিবেচনা এখানে গৌণ।[১]

১৭৯৩ সালের ১ মে কর্নওয়ালিস তাঁর বিখ্যাত কোড্ (Code) ঘোষণা করেন। এই আইনবিধিতে মোট ৪৮টি রেগুলেশন (Regulations) আছে। এগুলিতে বিচারবিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, কর্তব্য ও ক্ষমতার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে (আগে 'বিচার বিভাগীয় সংস্কার' দেখুন)। সাধারণ প্রশাসন ও বিচারবিভাগকে স্বতন্ত্র করার ক্ষেত্রে কর্নওয়ালিস কোড-এর অবদান অনস্বীকার্য। জমিদারি বন্দোবস্ত, পুলিশ প্রশাসন ও আদালতকে একটি সিস্টেমের মধ্যে স্থাপন করার উদ্যোগ হিসেবে এই কাজ প্রশংসনীয়। কিন্তু তাত্ত্বিক বিচারে প্রশংসার যোগ্য হলেও, বাস্তবে কর্নওয়ালিস কোড কালজয়ী ব্যবস্থা হতে পারেনি। রোমান সম্রাট জাস্টিনিয়ান (৪৮৩-৫৬৫ খ্রি.) কিংবা ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (১৭৬৯-১৮২১ খ্রি.) প্রবর্তিত আইনবিধির যে গভীরতা ছিল, কর্নওয়ালিসের আইনবিধিতে তার অভাব স্পষ্ট। সে কারণে আইনবিধি প্রবর্তনের পরের বছর (১৭৯৪ খ্রি.) থেকেই তাতে বার বার সংশোধনী বানাতে হয়, মোট ৬৭৫টি আইন পাশ করে আইনবিধিকে সচল রাখার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ মাত্র ৭৮টি আইন কার্যকরী ছিল। এই ব্যাপক সংশোধন ও সংযোজনের ফলে কার্যত কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত 'কোড'-এর চরিত্র নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

কর্নওয়ালিসের আইনবিধির ব্যর্থতার কারণ প্রসঙ্গে A. Aspinal তাঁর *Cornwallis in Bengal* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, পাশ্চাত্যের তত্ত্ব ও আইনবিধিকে প্রাচ্যে প্রয়োগ করে কর্নওয়ালিস সুফল পাবার যে আশা করেছিলেন, তা সঠিক ছিল না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমাজ, কৃষ্টি, জীবনধারার ওপর পাশ্চাত্যের ধ্যান-ধারণ চাপিয়ে দেবার

ফল শুভ হয়নি। ইতিপূর্বে হেস্টিংস বা ফিলিপ ফ্রান্সিস প্রমুখ ভারতের প্রচলিত শাসনধারাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা এবং ভারতের ওপর বিদেশি শাসন চাপিয়ে দেওয়ার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আগেই কর্তৃপক্ষকে সচেতন করেছিলেন। কোর্ট অব ডাইরেক্টর্স গভর্নর-জেনারেলকে প্রদত্ত পত্রে (১২ এপ্রিল, ১৭৮৬ খ্রি.) ভারতীয়দের সাহায্যে প্রচলিত শাসনধারার ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখার নির্দেশও দিয়েছিলেন। কিন্তু কর্নওয়ালিস দেশের মূল আইনগুলি অপরিবর্তিত রাখলেও, শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে কেবল ইউরোপীয়দের ওপর আস্থা রাখেন। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম এটিকে 'প্রশাসনিক বর্ণবাদ' বলে নিন্দা করেছেন। তাঁর মতে, কর্ণওয়ালিসের লক্ষ্য সদিচ্ছা ছিল, কিন্তু অসাধারণ প্রতিভা ছিল না। তাই পারিপার্শ্বিকতার ঊর্ধ্বে উঠে তিনি তাঁর পরিকল্পনাকে সঠিক রূপ দিতে পারেননি। ব্রিটিশের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ববোধ ও শোষণ করার প্রবণতা তাঁর কাজগুলিকে আচ্ছাদিত করে রাখে। সে কারণে কর্নওয়ালিস কোডকে বার বার সংশোধন করে প্রায় নতুন এক আইনবিধি প্রণয়ন করতে হয়।